যায়যায়দিন

তারিখ 21 MAR 2007 পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইনে নানা অস্পষ্টতা

৩০০ শিক্ষক পড়ান অন্য প্রতিষ্ঠানে কনসালটান্সি করেন এনজিওতে

সাইয়েদা আক্তার

বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো এবং এনজিওর সঙ্গে যুক্ত ঢাকা ইউনিভার্সিটির ৩০০ শিক্ষক এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন মানছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করা সংক্রান্ত যেসব আইন আছে তার কোনোটিরই প্রয়োগ নেই বর্তমানে। ফলে ইউনিভার্সিটি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছরই যেখানে ছাত্র বেতন ও বিভিন্ন ফি বাড়ানো হচ্ছে সেখানে ইউনিভার্সিটির আয়ের এতো বড় একটি উৎস সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা লক্ষণীয়। রীতি অনুযায়ী কোনো শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের বাইরে শিক্ষকতা বা কনসালটান্সি করতে চাইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তা করতে পারেন। এ জন্য বছর শেষে তাকে অর্জিত অর্থের শতকরা ১০ ভাগ ইউনিভার্সিটি তহবিলে জমা দিতে হবে।

যায়যায়দিনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ইউনিভার্সিটির বাইরে কর্মরত ৩০০ শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৯৮ জন গত বছর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পার্টটাইম শিক্ষকতা করার অনুমতি নিয়েছেন। এর মধ্যে ১০ জন শিক্ষক তাদের উপার্জিত আয়ের নির্ধারিত একটি অংশ ইউনিভার্সিটি তহবিলে জমা দিয়েছেন।

টাকা জমাদানকারী শিক্ষকদের নাম জানার জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার আনোয়ার হোসাইনের কাছে গেলে তিনি মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলবেন না বলে জানিয়ে দেন।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ফ্যাকাল্টির শিক্ষকরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে বেশি পড়ান। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকরা এনজিওর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন বেশি।

এ সংক্রান্ত ইউনিভার্সিটি আইন অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, ৭৩-এর ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের ৪৫(২) ধারা ও ইউনিভার্সিটির প্রথম সংবিধিতে সার্ভিস কন্ডিশনে (চাকরির শর্তাবলী) বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক ইউনিভার্সিটির বাইরে বৈধভাবে, বৈধ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন; কিন্তু কোনো রকম আর্থিক সুবিধা নিতে পারবেন না।

আবার ওই অধ্যাদেশের এক সংশোধনীতে অন্যত্র বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক ইউনিভার্সিটির বাইরে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে উপার্জিত অর্থের ১০ শতাংশ ইউনিভার্সিটি তহবিলে জমা দিতে হবে। তবে এখানে শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, এটা করতে গিয়ে কোনোভাবেই যেন ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত না (পৃষ্ঠা ১১ কঃ ২)

---

৩০০ শিক্ষক পড়ান অন্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করা হয়। অর্থাৎ ইউনিভার্সিটিতে পাঠদান ও শিক্ষা কার্যক্রম সমাধা করে অবসর সময়ে ওইসব কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া যাবে।

একদিকে ইউনিভার্সিটির প্রচলিত আইনে যেমন কিছুটা জটিলতা রয়েছে, তেমনি আইনের প্রয়োগেও রয়েছে জটিলতা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে এ সংক্রান্ত পরিষ্কার কোনো নীতিমালা বর্তমানে নেই। এমনকি প্রচলিত আইনেও একাধিক ব্যাখ্যা ও বক্তব্য রয়েছে।

ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার কার্যালয় থেকে জানানো হয়, উপার্জিত অর্থের ১০ শতাংশ জমা দেয়ার ব্যাপারটি শুধু যারা বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে কনসালটান্সি করেন তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ান তাদের জন্য নয়।

অন্যদিকে ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ যায়যায়দিনের সঙ্গে আলাপকালে জানান, ১০ শতাংশ অর্থ জমাদানের বিষয়টি যারা দেশের বাইরে কাজ করবেন তাদের জন্য প্রযোজ্য। দেশের ভেতরে যারা কাজ করবেন তাদের জন্য এ অনুপাতটি নামিয়ে ছয়-সাত শতাংশ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। অবশ্য সর্বশেষ সিনেট অধিবেশনে এ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়েছে এমন কোনো তথ্য জানা যায়নি। দেখা গেছে, বাইরে কাজ করার জন্য অনুমতি নেয়া এবং ইউনিভার্সিটি তহবিলে অর্থ জমা দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোনো উদ্যোগ নেই। এমনকি বিষয়টি মনিটরের জন্য কোনো প্রশাসনিক উদ্যোগও নেই। ফলে প্রতি বছর ইউনিভার্সিটির বিপুল পরিমাণ আর্থিক লোকসান হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে আলাপকালে ইউনিভার্সিটির কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ জানান, উপার্জিত অর্থের একটি অংশ ইউনিভার্সিটি তহবিলে জমা দেয়ার বিষয়টি ওই শিক্ষকের ইচ্ছামতো নির্ধারিত হয়। কেউ বার্ষিক হারে দেন, কেউ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে দেন। তবে কেউ এগুলোর কোনোটিই না করে চাকরি শেষে পেনশন থেকেও কাটিয়ে নেন।

এ ধরনের প্রশাসনিক শিথিলতার সুযোগ নিচ্ছেন শিক্ষকরা। যেমন গত বছর অনুমতি নেয়া ৯৮ জনের মধ্যে ৪৫ জনই বাইরে কাজ করার সময়টুকু ইউনিভার্সিটি থেকে নিজেদের প্রাপ্য চার বছর অবৈতনিক ছুটির মধ্যে সমন্বয় করে নিয়েছেন। ফলে ওই শিক্ষকদের ১০ শতাংশ অর্থ জমাদানের জন্য বাধ্যবাধকতা থাকছে না।

পুরো প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে সমাজবিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির সাবেক ডিন ও অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর এ কে মনোয়ার উদ্দিন আহমদ বলেন, ইউনিভার্সিটি সংবিধির যে কোনো লঙ্ঘনই অবৈধ। কারণ ৭৩-এর অধ্যাদেশ এবং ইউনিভার্সিটির প্রথম সংবিধিটি সংসদে পাসকৃত। ফলে এটি আইন। আর আইনের অন্যথা করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, আইনটির কিছু সংস্কার ও পরিমার্জন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তবে সম্মানের প্রতি কর্তব্য কখনোই আইন করে শেখানো যায় না।